গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

# কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। উপজেলা/থানাঃ | উপজেলা শিক্ষা অফিস, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ। | | |
| ২। জেলাঃ | গোপালগঞ্জ। | | |
| ৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ১৭১টি | ৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ | ০৭টি |
| ৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ | ২৬৭৬৪জন | ৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৮৪৯জন |
| ৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ | ০২/০৩/২০২২খ্রি. | | |
| ৮। ডিপিই'র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ? | হ্যাঁ | | |
| ৯। জনবহুল স্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ? | হ্যাঁ | | |
| ১০। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ১৭১টি | | |
| ১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ | ২০ জুন, ২০২২খ্রি. | | |
| ১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ | পরিমল চন্দ্র বালা | | |
| ১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ | ueokashiani@gmail.com | | |
| ১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ | ০১৭১৫১৪৬০৪৯ | | |

**কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।**

**ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য**

| ক্রমিক নং | বিষয় নির্দেশিকা | গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১.০ | পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ *(একটি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্ত করুণ)* | • ১৭১টি।<br>• সংযুক্ত ঃ২নং খারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমাকৃত পরিকল্পনা। |
| ২.০ | পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) | ১. সকল বিদ্যালয়ে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছে।<br>২. বেঞ্চ ও আঙ্গিনা স্প্রে করে জীবানুমুক্ত করা হয়েছে।<br>৩. শিক্ষার্থীর সামাজিক দূরত্ব বজায়ের জন্য শ্রেণি রুটিন পরিবর্তন করা হয়েছে।<br>৪. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করন হয়েছে।<br>৫. হ্যান্ড ওয়াশ, সাবান ও স্প্রে মেশিন ক্রয় নিশ্চিত করণ হয়েছে।<br>৬. পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।<br>৭. বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও শ্রেণি কক্ষ পরিস্কার –পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।<br>৮. শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। |
| ৩.০ | হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ | ১৭১টি। |
| ৪.০ | বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি) *(একটি রেজিস্টারের ছবি সংযুক্ত করুণ)* | ১. ভার্চুয়াল এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।<br>২. প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক রেজিস্টার করা হয়েছে।<br>৩. প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্য কর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার<br>৪. ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| ৫.০ | বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি) | ১. কোভিড -১৯ এ করনীয় বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে।<br>২. সভার অংশগ্রহণ কারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন অংশীজন।<br>৩. সভার সংখ্যা : ৩৪৫টি।<br>৪. সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: গুগল মিট, জুম মিটিং, ম্যাসেঞ্জার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।<br>৫. প্রতি বিদ্যালয়ে সচেতনামূলক ব্যানার করা হয়েছে। |
| ৬.০ | বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ ( বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি) | ১. বরাদ্দকৃত অর্থ : ক) স্লিপ, খ) সিএসএস আর। |

## খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

| ক্রমিক নং | নির্দেশিকা (গাইডলাইন) | গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ০১ | ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৭১টি। |
| ০২ | কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা | ২০জন। |
| ০৩ | কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা | ০২জন। |
| ০৪ | বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি) | ১. সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন ব্যবস্থা করা হয়েছে।<br>২. সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।<br>৩. প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড থার্মোমিটর দিয়ে তাপমাত্র যাচাই করা হয়েছে।<br>৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।<br>৫. কেউ অসুস্থা হলে তাৎক্ষনিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| ০৫ | শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) | ১. ওয়ার্ক সীট বিতরণ, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।<br>২. অসুস্থ শিক্ষার্থীকে গুগল মিটে পাঠদান করা হয়েছে।<br>৩. শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয় সরবরাহ করা হয়েছে।<br>৪. শিক্ষন ঘাটতি পূরণ, পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।<br>৫. স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। |
| ০৬ | শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/ | ১. ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে বাড়ির কাজ প্রদান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।<br>২. গোপালগঞ্জ জেলা অনলাইন মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করা হয়েছে।<br>৩. গুগল মিটে/হোয়ার্টস এপে/ মোবাইল ফোনে ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে।<br>৪. সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ঘরে বসে শিখি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।<br>৫. হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কসীট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

| ক্রমিক নং | নির্দেশিকা (গাইডলাইন) | গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ০৭ | কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ | ১. কিছু শিক্ষার্থী স্থানান্তর হয়েছে।<br>২. বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কিছু শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় গমন করছে।<br>৩. শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি হয়েছে।<br>৪. শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করা যায়নি।<br>৫. বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব।<br>৬. উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয়ে ফিরেয়ে আনা।<br>৭. সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ অভিভাবকদের এক ধরনের ভীতি।<br>৮. স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল।<br>৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি। |
| ০৮ | যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ | ১. অনলাইনে মা সমাবেশ করা।<br>২. কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের নিয়ে অনলাইনে মত বিনিময় সভার আয়োজন।<br>৩. স্লিপ ও সিএসএসআর এর মাধ্যমে আর্থিক সহয়তা প্রদান।<br>৪. অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক জুম মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে।<br>৫. স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফটেল সরবরাহ করা হয়েছে।<br>৬. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। |

সার্বিক মন্তব্য ঃ কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক ব্যাধি। এর রোগের মাধ্যমে সরাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এ রোগ বিশ্বে এবারই সর্ব প্রথম ধরা পড়েছে। তাই এই মহামারি রোগের বিষয়ে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ ছিল। এ রোগের কোন সঠিক চিকিৎসা পদ্দতি ছিল না। একমাত্র সচেতনাই ছিল কোভিড-১৯ থেকে পরিত্রানের প্রধান উপায়। বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যথাস্বাধ্য চেষ্টে করেছেন এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
গোপালগঞ্জ।

পরিমল চন্দ্র বৈদ্য
উপজেলা শিক্ষা অফিসার(চঃদাঃ)
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

# ২নং খারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ।

## কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ পরিকল্পনা

## বিদ্যালয় পর্যায়ে করণীয়

১. বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষসহ টয়লেট আঙ্গিনা পরিষ্কার করে জীবাণু নাশক স্প্রে করে জীবাণু মুক্ত করা।

২. শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা।

৩. হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের ব্যবস্থা করা।

৪. স্বাস্থ্য সু-রক্ষা সামগ্রী হ্যান্ড-স্যানিটাইজার, মাস্ক, স্যাবলন, ফিনাইল, হারপিক, ব্লিসিং পাউডার ক্রয়।

৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ।

৬. স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক ব্যানার টানানো।

৭. ইনফ্রায়েড থার্মোমিটার স্থায়ী ভাবে ক্রয়।

৮. পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করা।

৯. ফুট-বাথের ব্যবস্থা করা।

১০. হাত ধোয়ার পর পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা করা।

১১. শ্রেণি কক্ষ নিয়মিত জীবাণু মুক্ত করা।

১২. প্রতিটি চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র জীবাণু মুক্ত করা।

১৩. অভিভাবকদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।

১৪. সকল শিক্ষক কর্মচারি ভ্যাকসিন গ্রহণ করবেন।

১৫. শিক্ষক, শিক্ষার্থী সাবান, হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত জীবাণু মুক্ত করবেন।

১৬. পর্যাপ্ত মগ, বালতির ক্রয় করা।

১৭. ওয়াস-ব্লক ও টয়লেট সার্বক্ষণিক পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা।

১৮. নিয়মিত অভিভাবকদের সাথে সরাসরি বা মোবাইলে যোগাযোগ রাখা।

১৯. নির্ধারিত পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরন করা।

২০. নিয়মিত এস.এম.সি, পি.টি.এ, মা-সমাবেশ গুগল মিটে করতে হবে।

২৭/৬/২০
মোঃ আফাদুজ্জামান
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

২৭/৬/২০
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ।

২০.৬.২০২০
মোঃ মহাসিন আলী মোল্লা
প্রধান শিক্ষক
২নং খারহাট স. প্রা. বিদ্যালয়
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ।